**বিশ্ব শিশু দিবস - ২০১৩**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, সোমবার, ২২ আশ্বিন ১৪২০, ৭ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী ও উপস্থিত ছোটসোনামণিরা,

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব শিশু দিবস - ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিশুরা আমাদের সম্পদ। প্রতিটি শিশুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামী বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে। তারাই হবে দিন বদলের ভবিষ্যৎ কারিগর। তাই শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদেরকে সর্বোত্তম আদর্শে গড়ে তোলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শোষণ ও নির্যাতন থেকে শিশুদেরকে নিরাপদ রাখা; পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং বৈষম্যহীন শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার আমি পুনর্ব্যক্ত করছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালে ‘শিশু অধিকার সনদ' গ্রহণ করে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারও আগে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং জাতির পিতা প্রণীত শিশু আইন অনুযায়ী আমরা শিশুদের জন্য একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি।

জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেছিলেন। যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ‘দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল' নামে পরিচালিত হচ্ছে। জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শিশুদের কল্যাণে যে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেন আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা শিশু অধিকার ও উন্নয়নকে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের মুল ধারায় সম্পৃক্ত করেছি। শিশুর জীবনে ভ্রূণাবস্থা থেকে প্রথম আট বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এসময়েই একটি শিশুর পরবর্তী জীবন গঠনের ভিত রচিত হয়। শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কে বিবেচনায় নিয়ে আমরা শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত Early Childhood Care and Development (ইসিসিডি) নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছি। এরফলে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বপ্রস্ত্ততি নিতে পারছে। একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি হ্রাস পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করেছি। এর সম্প্রসারণ ও ব্যাপক মানোন্নয়ন করেছি। দেশের সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে স্পেশাল নীড চিল্ড্রেন, জেন্ডার, ট্রাইবাল চিলড্রেন ও ভালনারেবল গ্রুপ চিলড্রেন-এ ৪টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এরফলে ঝরে-পড়া হ্রাস পেয়েছে। শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। এমডিজি-২ অর্জিত হয়েছে।

শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের জন্য ১৩ হাজার ৫৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৭ জন করে ৯৫ হাজার ৮১ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে।

দেশের দরিদ্র পরিবারের শতভাগ শিশু শিক্ষার্থীকে আমরা উপবৃত্তির আওতায় এনেছি। প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। আমরা স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু করেছি। বছরের শুরুতে শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছি রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক।

কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের জন্য কিডস কর্নার ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। শিশু সৃষ্টিশীলতার বিকাশে চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। শিশু একাডেমি শিল্পকলার উপর শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। ৬৪ জেলার ৫ হাজার শিশুর চিত্রাঙ্কন দিল্লী, দুবাই, ইরান, রিয়াদ ও থাইলান্ডের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে।

প্রতিবছর উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিশুদের  সৃজনশীল ও নান্দনিক মেধা বিকাশে শিশুদের দ্বারা ১৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করা হয়েছে। শিশুদের জন্য শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হচ্ছে।

আমরা জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫ টি শিশু গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার শিশুতোষ বই প্রকাশিত হয়েছে। শিশু পত্রিকা ও বই মিলেয়ে ৪৭টি মাসিক প্রকাশনা বের হচ্ছে। আয়োজন করা হচ্ছে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার। এছাড়া বিভিন্ন মৌসুমী প্রতিযোগিতা এবং শিশু বই মেলারও আয়োজন করা হচ্ছে।

আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদেরকেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। আমরা পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচি চালু করেছি।

শিশু আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী কারাগারে আটক শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাল্য বিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে দেশে সামাজিক আন্দোলন জোরদার হয়েছে।

কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বদান ও বিকাশের লক্ষ্যে কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ২৮টি জেলায় ২ হাজার ৮৬০টি কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সফলতার জন্য আমরা এমডিজি এ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য আমরা সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছি।

 আমরা সারাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, গ্রামীণ উন্নয়নসহ দেশের প্রতিটি সেক্টরে আমরা সুসম উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি।

সুধিমন্ডলী,

শিশুরা নরম কাদার মত। তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন মমতা, ভালবাসা অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যা। শিশুরা সবসময় বন্ধুর মত আচরণ প্রত্যাশা করে। শারীরিক শাস্তি তাদের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই শিশুদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদানের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সরকার শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা ও তিরস্কারসহ সকল প্রকার অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকতে পরিপত্র জারি করেছে। আমার প্রত্যাশা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এটি যথাযথভাবে পরিপালন করবে।

বিদ্যালয় হবে শিশুদের প্রিয় স্থান। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের চারণ ক্ষেত্র। শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি দেশের সকল শিক্ষককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদেরকে সমাজের বোঝা হিসেবে না ভেবে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে এনে বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে সরকারের পাশাপাশি আমি বেসরকারি ব্যক্তি ও সংগঠনসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

ছোট্ট সোনামণিরা,

তোমাদের মাঝে আসলে আমার ছোটভাই রাসেলের কথা মনে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়। ঘাতকরা ছোট্ট রাসেলকেও বাদ দেয়নি। আমরা সেই নির্মম খুনীদের বিচার করেছি। আর যাতে কোন রাসেলকে প্রাণ দিতে না হয় আমি সেই বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি।

তোমরা তোমাদের নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয় দিয়ে এ বাংলাদেশকে দেখবে। তোমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা জানবে। জাতির পিতার কথা, দেশ ও দেশের মানুষের কথা জানবে। তাহলে বড় হয়ে দেশের সেবা করতে পারবে। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে। দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে দাঁড়াবে।

সুধিবৃন্দ,

আসুন আমরা শিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামী নির্মাণ করি। আমাদের বর্তমানকে তাদের জন্য উৎসর্গ করি। তাদের জন্য এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলি যে দেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি বিশ্ব শিশু দিবস-২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---